জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরীতা নয় এই নীতির আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বকীয় ও গতিশীল প্রবাহ সংযোজিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোর (২০০৯-২০১১) ন্যায় জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম দেশের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও নিবিড় করা এবং জাতিসংঘ সহ সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সুসংহতকরণ ঃ

২। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে অগ্রাধিকারের নীতি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে দেশের দ্বি-পাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

৩। বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়ে নতুন মাত্রা লাভ করেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, সরকারী এবং সাধারণ জনগণ পর্যায়ে যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে হত্যাকান্ড শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎখাতে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারকের আওতায় ভারত হতে সরকারী পর্যায়ে ২৫০ মেগাওয়াট ও খোলাবাজার হতে আরও ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ০৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত পাওয়ার ট্রান্সমিশন সেন্টারের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ভেড়ামারা-বহরমপুর আন্তঃগ্রীড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই দিনে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অংশীদারিত্বে বাগেরহাটে ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদেশ হতে বিদ্যুৎ আমদানী এবং আন্তঃগ্রীড সংযোগের এটাই প্রথম নজির। এসকল কার্যক্রম বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৪। ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের রূপরেখা চুক্তির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে যৌথ পরামর্শক কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের প্রথম সভা ০৭-০৮ মে ২০১২ দিল্লীতে এবং দ্বিতীয় সভা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে ভারতের মন্ত্রিসভায় স্থল সীমান্ত চুক্তি (১৯৭৪) এবং এর ২০১১ এর প্রটোকলের অনুমোদনের পর ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বিলটি রাজ্যসভায় উত্থাপিত হয়। এটি ভারতের পার্লামেন্টের লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বরাক নদীর উপরে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপনের জন্য দু'দেশ যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে দু'বার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় সভাটি গত ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে দু'দেশের সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে। ভারতের সাথে বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে স্থল বন্দর সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, যুগপৎ সময়সূচী নির্ধারণ, পণ্যের মান সমতায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং অশুল্ক ও প্যারা শুল্ক বাধা দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সম্প্রতি টেক্সটাইল বিষয়ে ০১ আগষ্ট ২০১৩ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের টেক্সটাইল মিলসমূহের জন্য ভারত হতে তুলা আমদানীতে এখন থেকে কোনরূপ বাধা থাকবে না মর্মে ভারত সরকার আশ্বাস প্রদান করেছে।

৫। বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকদের মধ্যে জন-যোগসূত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান ভিসা ব্যবস্থাকে আরো সহজীকরণ করা হয়েছে। এখন সরকারী ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা উভয় দেশেই আগমনের পর ভিসা পেয়ে থাকেন। একই তারিখে স্বাক্ষরিত বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition Treaty) এর আওতায় দু' দেশের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতার পথ আরো প্রশস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উল্লেখিত সময়কালে নিম্নলিখিত চুক্তি সমূহ স্বাক্ষরিত হয় ঃ

ক) বহিঃসমর্পণ চুক্তি (২৮ জানুয়ারী ২০১৩);
খ) ভিসা সহজীকরন ব্যবস্থা (২৮ জানুয়ারী ২০১৩);
গ) বাংলাদেশ-ভারত ফাউন্ডেশন স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩);
ঘ) আখাউড়া-আগরতলা রেলওয়ে লিংক স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩);
ঙ) দ্বৈত কর পরিহার সংক্রান্ত কনভেনশনের প্রটোকল (১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩);
চ) বাংলাদেশ-ভারত স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (১২ ফেব্রুয়ারী

২০১৩) ;

ছ) বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমী এবং ভারত ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩);

জ) বাংলাদেশ-ভারত বস্ত্র খাতে সমঝোতা স্মারক (১৯ আগষ্ট ২০১৩)।

৬। International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) এর ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখের ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির পর বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ আমদানি ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। ১২-১৭ জুন ২০১৩ তারিখে নেপিতো-এ অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের ৭ম পর্যালোচনা সভাতে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আলোচিত হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বিদ্যমান বানিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের নিমিত্তে সরাসরি নৌ-চলাচলের বিষয়টি নিয়ে উভয়দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলোচনা হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি Standard Operating Procedure(SOP) on Coastal and Maritime Shipping উভয়দেশের মধ্যে স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। ২৯ আগষ্ট ২০১৩ তে মায়ানমারের সাথে সংশোধিত বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হতে সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

৭। নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে দু'দেশের আন্ত:যোগাযোগ, বাণিজ্য, জন-যোগসূত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম এবং দ্বৈত করারোপন পরিহার বিষয়ক চুক্তি সম্পন্ন করার কাজ চলছে। এপ্রিল ২০১৩ তে বাংলাদেশ ও ভূটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠকের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং এর আওতায় ০২ এপ্রিল ২০১৩ প্রথম 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়করণ এবং নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূটানে বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি প্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভূটান ট্রানজিট চুক্তি পুনরায় স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে Bangladesh Agricultural Research Council এবং CoRRB এর মধ্যে কৃষি বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮। শ্রীলংকার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বো সফরকালে তিনি শ্রীলংকার নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় বাংলাদেশি নার্সদের শ্রীলংকায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য সহযোগিতা বিষয়ক দু'টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে দু'দেশের মাঝে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক, মৎস্য ও জলজ সম্পদ, কৃষি সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক/অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করার কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলছে। পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বাংলাদেশের জনগণের নিকট আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, অবিভাজিত সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং আটকে পড়া পাকিস্তানীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ তার দাবী বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপন করে আসছে। দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম, বেসামরিক বিমান পরিবহন এবং কূটনৈতিক/অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের বিনা ভিসায় দু'দেশে সফরের জন্য চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করার কাজ চলছে। ২০১৩ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের দায়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশের পক্ষ হতে একটি এইড মেমোয়ার ঢাকাস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশনার এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৯। মালদ্বীপে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে প্রায় ৬০,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক সেখানে কর্মরত আছেন। দু'দেশের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ পরিহার, স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক সমঝোতা স্মারক প্রক্রিয়াধীন আছে। মালদ্বীপের সঙ্গে ফরেন অফিস কলসালটেশন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারের সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের পুনর্গঠন প্রয়াসের প্রতি সমর্থনদানে এবং সেদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা বিশ্বসম্প্রদায়ের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে। আফগানিস্থানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম, বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি, বেসামরিক বিমান পরিবহন এবং অফিসিয়াল ও

কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি, আফগানিস্তান সফর বিষয়ক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাঃ

১০। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে বাংলাদেশের সমন্বিত উদ্যোগ দু'টি সুনির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রথমটি পানি সম্পদ ও পানি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিতীয়টি আন্তঃসংযোগ বিষয়ে। বাংলাদেশ-ভারত-ভূটানকে নিয়ে এ দু'টি বিষয়ে দু'টি পৃথক সভা এপ্রিল ২০১৩ তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি সম্ভাব্য উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আন্তঃযোগাযোগে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে কোস্টাল শিপিং চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ঃ

১১। সাম্প্রতিককালে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। উল্লেখিত সময়কালে এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে বানিজ্য বিনিয়োগ ও ভিসা সহজীকরন বিষয়ক বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে দেশগুলোর সাথে বানিজ্যেও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে।

মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭-১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তিনি শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল স্পেশালাইজড হসপিটাল এবং নার্সিং কলেজ এর উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ১৮ নভেম্বর ২০১৩-এ মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। মালয়েশিয়া কর্তৃক সেদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর যৌথ প্রচেষ্টার ফলে সেই নিষেধাজ্ঞা ইতোমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সেদেশে ইতোমধ্যে সরকারীভাবে নতুন করে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রায় ৩,০০,০০০ অবৈধ বাংলাদেশী শ্রমিককে বৈধতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ, জ্বালানী, ব্যাংকিং, শিক্ষা এবং অবকাঠামো খাতে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পার্থ। ১৪-১৫ মার্চ ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E. Dr. R.M. Marty Natalegawa বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ১৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ হতে ইন্দোনেশিয়ার সাথে অফিসিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদেও ভিসা অব্যাহতি চুক্তি কার্যকর হয়।

১২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী H.E. Ms. Yingluck Shinawatra এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ২১-২২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। আলোচনায় উভয় নেতা দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উভয় দেশের মধ্যে সড়ক ও নৌ-পথ স্থাপন, সংস্কৃতি, জনযোগ সূত্র, কারিগরী সহায়তা, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, পর্যটন, এবং কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতা জোরদারকরণে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, উভয় দেশের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে এই সফর উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে গভীরতর করবে এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন মাত্রা যোগ করবে। উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অফিসিয়াল, এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বৃন্দের সফর বিনিময়ের উপরেও তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ হতে জনশক্তি নিয়োগের জন্যও থাইল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বার্ষিক পর্যালোচনা বিষয়ক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯-২০ মে, ২০১৩ দ্বিতীয় এশিয়া প্যাসিফিক পানি সম্মেলনে যোগদানের জন্য থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই গমন করেন। সফরকালে তিনি থাই প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতেও মিলিত হন। এ সময় দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। পানি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক, খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা এবং পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবেলায় এ অঞ্চলের দেশসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৩। ব্রুনাই-এ প্রায় ১৫,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। উক্ত বাংলাদেশী শ্রমিকদের কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণসহ অধিক পরিমানে শ্রমিক নিয়োগের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ হতে ব্রুনাই-এ ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী, পাট ও পাটজাতদ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানির বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২-০৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ভিয়েতনাম সফর করেন। এটি ছিল ভিয়েতনামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সরকারী সফর এবং ২০০৫ সালের পরে

দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম সফর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি এবং ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। আলোচনায় উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ, জ্বালানী, এবং কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতা জোরদারকরণে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে মৎস্য ও প্রানিসম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং ভিয়েতনাম ট্রেড প্রমোশন এজেন্সী এর মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক ০২ টি সমঝোতা স্মারক এবং উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনদ্বয়ের মধ্যে ০১ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত অপর একটি সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়।

১৪। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের সফর বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে উভয় দেশের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত একটি চুক্তি চুড়ান্ত করা হয়েছে, যা সহসাই স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে। দুদেশের মধ্যকার বিরাজমান সুসম্পর্ককে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় সভা আয়োজন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাওসের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ৪-৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে লাওসে অনুষ্ঠিত Asia-Europe Meeting (ASEM) শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং একটি দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। বাংলাদেশ ও লাওসের দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এটি দু'দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম সফর। লাওসের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন এবং লাওসের রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং লাওসের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করতে এক মত পোষণ করেন। উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অফিসিয়াল, এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বৃন্দের সফর বিনিময়ের উপরেও তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয় নেতা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক এবং অফিসিয়াল পাসপোর্ট ধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চল ঃ

১৫। **চীনঃ** চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুসংহতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চীনের সাথে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, কনস্যুলার বিষয়ক এবং সমুদ্র বিষয়ক সহযোগিতায় নূতন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ক্যুরোর কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য লি চ্যাংচুন এর নেতৃত্বে ৬৪ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ২০-২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে লি চ্যাংচুন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান (প্রয়াত) এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই সফরে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহায়তার জন্যে তিনটি চুক্তি/সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৬। **জাপান** বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের (মার্চ, ২০১০) ফলে যে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটেছে তা অব্যাহত রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করা হচ্ছে। বিশেষ করে, জাপান থেকে বাংলাদেশের অবকাঠামোখাতে (বিদ্যুৎ, তেল, রাস্তা, এয়ারপোর্ট নির্মাণ) আরও বিনিয়োগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি-র জাপান সফর (জুলাই, ২০১২) জাপানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ককে বেগবান করেছে।

১৭। **দক্ষিণ কোরিয়ার** সাথে চলমান অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও জনশক্তি রপ্তানী বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক দৃঢতর করা ঃ

১৮। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)-তে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। এই সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার কার্যক্রম যেমন, Perliamentary Union of Islamic Countries(PUIC), Islamic Permanent Human Rights Commission(IPHRC)-তে বাংলাদেশ অংশগ্রহন করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করেছে। মিয়ানমার শরনার্থী বিষয়ক (OIC)-এর মন্ত্রী পর্যায়ের Contract Group-এ বাংলাদেশ বেশ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

উপসাগরীয় দেশসমূহের সাথে যথা সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও বাহরাইনের সাথে চলমান বিনিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা অব্যাহত ছিল। এর ফলে বাংলাদেশে অবকাঠামো খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমান বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যেমন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, এয়ারপোর্ট নির্মাণ, তৈল শোধনাগার নির্মাণ ইত্যাদি খাতে এই দেশগুলো ইতোমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া সৌদী আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও বাহরাইনের সাথে বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে যেমন, বিনিয়োগ সংক্রান্ত, দ্বৈতকর পরিহার ও ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বর্তমান প্রায় ৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী কর্মরত। বিগত বছরগুলোতে এই দেশসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনশক্তি রপ্তানী হয়েছে তবে গত ২০১২ এর শেষ দিক থেকে জনশক্তি রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে মে থেকে নভেম্বর, ২০১৩-এ সৌদি আরবে সাধারণ ক্ষমা ও ইকামা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করায় বাংলাদেশের প্রায় ৮লক্ষ জন এই সুযোগ থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাই সৌদি আরব কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন অধিক সংখ্যক দক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯। তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি কুয়েতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১৮ জুন ২০১৩ কুয়েত সফর করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুয়েতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের মুবারক আল হামাদ আল সাবাহ এর সাথেও সৌজন্য সাক্ষাত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৮ জুন ২০১৩ বাংলাদেশ-কুয়েত যৌথ কমিশনের প্রথম সভায় যোগ দেন এবং সভাশেষে একটি যৌথ ইশতেহার (Joint Communique) স্বাক্ষরিত হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এর আমন্ত্রণে তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি গত ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩, "আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা প্রতিরোধ (Countering Piracy: An ongoing Mission of Regional Capacity Building)" শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।

২০। বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তুরস্কের সরকার, রাজনৈতিক দল, জনগন, সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ ও সংসদ সদস্যদের কাছে বাংলাদেশের চলমান যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের কার্যক্রম এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে । বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তুরস্কে দ্বিপাক্ষিক সফরের সময়ে (এপ্রিল ২০১২)-এ তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাবনা দেয়া হয়।

২১। **মধ্য এশিয়ার** দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি কল্পে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে আজারবাইজান, কাজাখস্তান ও উবেকিস্তানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি কল্পে পররাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনার জন্য বৈঠক, বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সফরের আয়োজন করা হয়েছে। আজারবাইজান সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৯-১২ জুন ২০১৩ আজারবাইজানে সরকারি সফর করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ সফরটিকে আজারবাইজন নেতৃবৃন্দ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করেন। আজারবাইজানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষি বৈঠকে পারস্পরিক সুবিধা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রী বিদ্যমান সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন। সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজারবাইজানের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জাতীয় অভিবাসন সেবা অফিসের প্রধান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এবং আজারবাইজন কূটনৈতিক একাডেমীর রেক্টর এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। সফরকালে দু'দেশের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির সাথে সহযোগিতার জন্য দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং দ্বিপাক্ষিক আরও ০৯টি চুক্তি দ্রুত সম্পাদনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়।

ইউরোপীয় দেশগুলো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ ঃ

২২। ইউরোপের দেশসমূহ বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, জার্মান, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও ইতালির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বহুমূখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বৈশ্বিক আলোচনায় এই দেশগুলোর সহমত/অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এ সকল দেশে বাংলাদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক মেলায় অংশগ্রহনে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের পরিবেশ উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিবিড় ভূমিকার অংশ হিসেবে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম ইউরোপের দেশের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৩। **ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঃ** বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুকূলে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২৪। **যুক্তরাজ্যঃ** অক্টোবর ২০১৩-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতি World Islamic Economic Forum (WIEF) এ যোগদানের জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডন ভ্রমণ করেন। মুসলিম বিশ্বের বাহিরে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এই সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মুসলিম দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক বন্ধন সুদৃঢ় করার আহবান ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউরোপে বেশ

ক'টি গুরুত্বপূর্ণ সফর করেছেন। ২৫-২৯ জুলাই ২০১২ "লন্ডন অলিম্পিক ২০১২" উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি যুক্তরাজ্য সফর করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বিরোধী দলীয় শীর্ষ নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৪-০৭ জুলাই ২০১৩ তারিখে যুক্তরাজ্য সফর করেন। সাক্ষাৎকালে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং সন্ত্রাসদমনে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

২৫। **নেদারল্যান্ডসের** সাথে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা এবং গভীর সমুদ্র বন্দর, ডেল্টা একশন প্লান সহ 'ব্লু ওশেন' অর্থনীতিতে নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত ছিল। ডেনমার্কের কাছ থেকেও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরনের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২৬। **বেলারুশ :** সাম্প্রতিক কালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন ভিত্তি লাভ করে এবং ফলশ্রুতিতে ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিয়াসনিকোভিচ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে মোট ১২টি চুক্তি/সমাঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয় এবং দু'দেশের বানিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যে বানিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বেলারুশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জুলাই ২০১৩-এ বেলারুশ সফর করেন। সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণা ছাড়া আরও সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এ সফরের মাধ্যমে বেলারুশ থেকে মিউনিসিপ্যাল ট্রাক এবং বর্জ্য পদার্থ পরিবহনের জন্য ট্রাক আমদানী এবং বাংলাদেশ থেকে ঔষুধ, মাছ এবং পাট রপ্তানীর ব্যাপারে ফলপ্রসু আলোচনা হয়।

২৭। **সুইডেন :** বাংলাদেশ এবং সুইডেনের দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক কনসালটেশন সভা ২১ মে ২০১৩-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কনসালটেশনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বানিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়।

২৮। **অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহঃ** ক্রোয়েশিয়া, চেক রিপাবলিক, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস ও পোলান্ডের সাথে ফরেন অফিস কনসাল্টেশনের উদ্যোগ নেয়া, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিনিয়োগ ও ভিসা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২৯। **যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঃ** যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত সময়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুইবার (সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং মে ২০১৩) সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকসমূহে নানাবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, মিয়ানমারের মুসলিম শরনার্থী ইস্যু, জি এস পি সুবিধা, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রানা প্লাজায় দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হতে সন্ত্রাসবাদ নিরোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ০৯-১১ ডিসেম্বর ২০১২ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিন ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট জনাব রবার্ট ব্লেক বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তাজরীন গার্মেন্টসে সংঘটিত অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, রোহিঙ্গা ইস্যু, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়।

৩০। ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্ব সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উক্ত সংলাপে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি মিজ ওয়েন্ডি শেরম্যান। দু'দিনব্যাপী সংলাপে উন্নয়ন ও সুশাসন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ ঐতিহাসিক সংলাপটির সাফল্য নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে একে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা হিসেবে উল্লেখ করে। 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় যৌথ অংশীদারিত্ব সংলাপ' ২৬-২৭ মে ২০১৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি মিজ্ ওয়েন্ডি শেরম্যান এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মো: শহীদুল হক নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে তিনটি কর্ম অধিবেশনে 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ', 'সুশাসন ও উন্নয়ন' এবং 'নিরাপত্তা সহযোগিতা' নিয়ে আলোচনা হয়। 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ' শীর্ষক কর্ম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশাধিকার, বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি, পোশাক শিল্পে শ্রম পরিবেশ, জ্বালানি সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন। 'উন্নয়ন ও সরকার' শীর্ষক দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশনে মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্টে বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, উন্নয়ন সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদ নিরোধ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহন ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়।

৩১। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আমন্ত্রণে পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক ১৩-২২ মার্চ ২০১৩ ওয়াশিংটন সফর করেন। সফরকালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি মিজ্ ওয়েন্ডি শেরম্যান এর সঙ্গে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখা, তৈরি পোশাকের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশ, মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্টে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি, আঞ্চলিক যোগাযোগ, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহযোগিতা, যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জ্বালানি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা) ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের কংগ্রেস সদস্য স্টিভ শ্যাবট ০৫-০৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে কংগ্রেসম্যান শ্যাবট দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। এ সফরে তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীর বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন যে, তাঁর দেশ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার পূর্নাঙ্গভাবে সমর্থন করে এবং এক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হওয়া গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করে।

৩২। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট মিজ নিশা দেশাই বিসওয়াল ১৬-১৮ নভেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে মিজ বিসওয়াল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর দেশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মিজ বিসওয়াল আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ এর ৫ জন কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশ সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সামাজিক খাতসমূহে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং সরকারের অনুসারিত নীতিসমূহের প্রশংসা করেন । প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের অনুকূলে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য এবং তৈরি পোশাক শিল্পের শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশ নিশ্চিত করতে দক্ষ লবিস্ট নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ও জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা প্যাট্রিক মারফি ১২-১৩ মার্চ ২০১৩ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে জনাব মারফি মিয়ানমারের মুসলিম শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের মানবিক সহযোগিতার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণের আহবান জানানোর পাশাপাশি এ সমস্যা যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরেই উৎপন্ন এবং এর সমাধানও যে সেখানে নিহিত সে ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য সান্দার লেভিন ১৯-২১ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা পুর্নবহাল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। কর্মকর্তা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা পুনর্বহালের জন্য শিল্পক্ষেত্রে উন্নত কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মার্কিন সরকার প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়।

৩৩। ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই-তে 'প্রথম বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে আগামী পাঁচ বছরে দু'দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রশিক্ষণ, যৌথ মহড়া, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নানাবিধ সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ০৯ এপ্রিল ২০১৩ দ্বিতীয়বারের মত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (দ্বিপাক্ষিক) জনাব মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক-সামরিক বিষয়ক এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট জনাব এন্ড্রু জে. শাপিরো। উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে কৌশলগত বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও নির্বাচন, সামরিক ও বেসামরিক নিরাপত্তা বিষয়াদিতে সহযোগিতা, খাদ্য নিরাপত্তা, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা, নিরাপত্তা সহযোগিতা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী মিশন, সন্ত্রাসনিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, সংলাপে মার্কিন প্রতিনিধিদল সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ রুখতে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ০৫-০৭ নভেম্বর ২০১৩ ঢাকায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে দু'দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া, সামরিক প্রশিক্ষন, সফর বিনিময়, সামরিক খাতে বৈদেশিক অর্থায়ন, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা ও শান্তি গঠন, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা সহ ২০১৪-২০১৫ সালের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও ২০১৬-২০১৭ সালের জন্য সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কাউন্টার টেররিজম বিষয়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার পথ সম্প্রসারিত করবে। ০৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মাদক নিয়ন্ত্রনে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদকের উৎপাদন ও চোরাচালন বন্ধে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

৩৪। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (Trade and Investment Cooperation Forum Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। টিকফা

দু'দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আনুষ্ঠানিক প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। টিকফা চুক্তি দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে নিবিড়তর যোগাযোগ স্থাপন করাসহ বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের উপর জিএসপি সুবিধা ফিরিয়ে আনতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের শুল্ক মুক্ত ও কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

৩৫। **ব্রাজিল** ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত ভিসা মওকুফ সংক্রান্ত চুক্তিটি চুড়ান্তকরণের পর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। ব্রাজিলের সাথে কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি খসড়া চুক্তি চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিবেচনাধীন রয়েছে। কৃষিখাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত ব্রাজিল ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত একটি খসড়া চুক্তির চুড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এছাড়া ব্রাজিলে বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের বাজার তৈরীর লক্ষ্যে একটি বাণিজ্য মেলা আয়োজনের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে। মেক্সিকোর সাথে কাস্টমস্ খাতে প্রশাসনিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি খসড়া চুক্তি চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এর বিবেচনাধীন রয়েছে। মেক্সিকোর সাথে বাণিজ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মকর্তাদের পারস্পারিক সফর বিনিময়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও মেক্সিকোর ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সিটি (কানাকো) এবং ঔষধ শিল্প সংক্রান্ত শীর্ষ সংগঠন কানিফার্মা-এর সাথে বাংলাদেশের এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়সমূহ আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। পানামার সাথে বাংলাদেশের জাহাজ শিল্পে সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে বিবেচনাধীন আছে। বাংলাদেশ ও পেরু সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা মওকুফ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত চুক্তির খসড়া পেরুর যথাযথ কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনাধীন। চুক্তিটি খুব শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩৬। **অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার** সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে নূতন মাত্রায় উন্নীত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, কারিগরী শিক্ষা ও দারিদ্রতা দূরীকরণ বিষয়ক সহযোগিতাও অব্যাহত ছিল। এছাড়া এই দেশ দু'টির সাথে পররাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরসহ অন্যান্য কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

৩৭। **রাশিয়া :** রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন-এর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪-১৬ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে রুশ ফেডারেশনে সরকারী সফর করেন। এ সফরে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ৩টি চুক্তি ও ৬টি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয় যার মধ্যে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থায়নের লক্ষ্যে ৫০০ (পাঁচশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন চুক্তি ও সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি উল্লেখযোগ্য। পারমানবিক বিদ্যু প্রকল্পের প্রাথমিক দুটো পর্যায়ের উপর বিস্তারিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩৮। **ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে** সম্প্রতি বাংলাদেশ দূতাবাস খোলা হয়েছে। এই দু'টি দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি কল্পে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও ভিসা অবলোকন চুক্তি সমূহ স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হবে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশসমূহ যথা চিলি, পেরু ও আর্জেন্টিনা-এর সাথে পররাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনার জন্য সমঝোতা স্বারক, বাণিজ্য, কৃষি ও সমুদ্র বিষয়ে সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত ও নিবিড় করা ঃ

৩৯। আফ্রিকা মহাদেশের ৫৪টি দেশের মধ্যে ৩৪টি দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে আফ্রিকার ৬টি দেশে বাংরাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন রয়েছে। দেশগুলো হলো- মরিশাস, মরক্কো, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, লিবিয়া এবং মিশর। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়। আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক দৃঢ় করা এবং সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র উন্মোচন করার জন্য কাজ করা হয়। আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ যথা দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও কেনিয়ার সাথে পররাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনার জন্য বৈঠক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতার বৃদ্ধি ও কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থার কূটনৈতিক উদ্যোগ, সার্ক (SAARC), বিমসটেক (BIMSTEC), এসিডি(ACD), সাংহাই কো-অপারেশন ডায়ালগ (SCO), আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কূটনৈতিক উদ্যোগ ঃ

৪০। **সার্ক (SAARC) ঃ** দক্ষিণ এশিয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (SAFTA) কার্যকরী করণের জন্য একটি আঞ্চলিক মান সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে থেকে ০১-০৩ আগষ্ট ২০০৮ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক মান সংস্থা (SARSO) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সকল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারনে SARSO এর সদর দপ্তর ঢাকায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ SARSO কার্যকরীকরণের জন্য ১৭শ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত দু'টি চুক্তি 'SAARC Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of

Conformity Assessment' Ges 'SAARC Agreement on Implementation of Regional Standards' ২৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষর পূর্বক সার্ক সচিবালয়ে প্রেরিত হয়।

৪১। ২ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচক কমিটির সভায় বাংলাদেশের বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লাকে সার্কের এইচ.আই.ভি/এইডস বিষয়ক শুভেচ্ছা দূত হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। অন্যান্য শুভেচ্ছা দূতদের সফর অনুষ্ঠিত না হলেও বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে তিনি সার্ক অঞ্চলে গণসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ১-২ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লী সফর করেন। সফরকালে তিনি এইচ.আই.ভি/এইডস চিকিৎসা ও সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, সেলেব্রিটি এবং উচ্চপদস্থ মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এছাড়াও উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশ নিম্নলিখিত চুক্তি সমূহ কর্তৃক অনুস্বাক্ষর পূর্বক সার্ক সচিবালয়ে প্রেরন করেছে:

ক) 'SAARC Agreement on Rapid Response to National Disasters' ৩১ জানুয়ারী ২০১৩
খ) 'SAARC Convention on Cooperation on Environment' ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩
গ) 'SAARC Agreement on SEED Bank' ১৬ জুন ২০১৩

৪২। বিমসটেক (**BIMSTEC)**ঃ বাংলাদেশের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ২২ জানুয়ারী ২০১১ বিমসটেক এর ১৩ তম মন্ত্রীপর্যায়ের সভায় বিমসটেক এর স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫শে মার্চ ২০১৩ ঢাকায় বিমসটেক সচিবালয় স্থাপন সংক্রান্ত Memorandum of Association (MOA) on the Establishment of BIMSTEC Permanent Secretariat মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয় । এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিমসটেক সচিবালয়ের জন্য ঢাকার গুলশান এলাকায় একটি বাড়ি বরাদ্দের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন।

৪৩। **ASEAN Regional Forum (ARF)**ঃ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা, রাজনীতি ও কৌশল বিষয়ক বার্ষিক সংলাপ Shangrila Dialogue সহ ASEAN Regional Forum (ARF) এ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রথাগত ঝুঁকিসমূহের পাশাপাশি খাদ্য, জলবায়ু, পানি ইত্যাদি বিষয়ক ঝুঁকিসমূহও তুলে ধরা এবং এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিয়মিতভাবে আহবান জানানো হয়েছে।

৪৪। **ASEAN** ঃ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন ASEAN এর ডায়ালগ পার্টনার, Mekong Ganga Cooperation এবং East West Economic Corridor- এর মত গুরুত্বপূর্ণ ০৩ টি উপ-আঞ্চলিক সংগঠনে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমুহের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ড ইতোমধ্যে তাদের সক্রিয় বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেছে। এসব সংগঠনে বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত হলে দক্ষিন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভৌগলিক যোগাযোগ স্থাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিপুলভাবে লাভবান হবে।

৪৫। **আসেম (ASEM) :** পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অগ্রগামী ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এশীয় ইউরোপ জোট (ASEM) বাংলাদেশকে নতুন সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ASEM-এর লাউ প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত নবম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ জোটে যোগদান করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নভেম্বর ২০১৩ তে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ASEM এর ১১তম পররাষ্ট্র মন্ত্রীবর্গের সভায় যোগদান করেন। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, পানি সম্পদ এবং জ্বালানী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এসময় তিনি টেকসই প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে জরুরী খাদ্য মজুদ নিশ্চতকরন এবং শুষ্ক অঞ্চলে পানি নিরাপত্তার জন্য টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রাধান্য দেন। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রস্তাব করেন।

বহুপাক্ষিক কূটনীতি ঃ

৪৬। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে বহুপাক্ষিক কূটনীতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশ একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, কার্যকর ও অবদানক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

৪৭। জাতিসংঘ ঃ জাতিসংঘে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ মূলতঃ কয়েকটি কার্যকর কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে থাকে । এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে নতুন নতুন প্রস্তাবনা

প্রদান; (খ) শীর্ষ সম্মেলনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল ও দৃশ্যমান নেতৃত্ব নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন বহুপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক সভাপতির দায়িত্ব পালন; (গ) জাতিসংঘের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষন; এবং, (ঘ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন, মানবাধিকার, স্বলোপান্নত দেশ সমূহের স্বার্থ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি ইস্যুতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করা।

৪৮। **জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল কূটনৈতিক নেতৃত্ব ঃ** সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ৬৭ তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন। এ সময় তিনি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সকল প্রকার চরমপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের "জিরো টলারেন্স" নীতির কথা উল্লেখ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পূর্নব্যক্ত করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে গৃহীত সরকারের নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rule of Law সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত Climate Vulnerability Monitor 2012 প্রকাশনা অনুষ্ঠান, Peace Building Commission ও Autism Speaks-এর উচ্চ পর্যায়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন । এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের Global Education First Initiative (GEFI) ও Scaling Up Nutrition (SUN) Movement শীর্ষক উদ্যোগ সমূহের জন্য মনোনীত অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে এ সকল সভায় অংশগ্রহণ করেন। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত Equal Futures Partnership শীর্ষক উদ্যোগের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন ।

৪৯। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮ তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। এছাড়া, এমডিজি'র সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার বিষয়ে গৃহীত আর্থ-সামাজিক উদ্যোগগুলোকে তুলে ধরা সহ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশের প্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীর সমর্থন কামনা করেন।

৫০। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশন-এর প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে এমডিজি সংক্রান্ত Follow Up on Efforts Made Towards Achieving the MDG শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেন এবং বাংলাদেশের এমডিজি'র সাফল্যের উপর পৃথকভাবে বক্তব্য রাখেন। টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রথম High Level Political Forum: From Vision to Action শীর্ষক ফোরামের প্রথমটিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ আমন্ত্রণে মূল বক্তা হিসেবে ২০১৫ পরবর্তি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Tackling the Unfinished Business: Accelerating MDG Progress শীর্ষক একটি সভায় এবং High Level Meeting of the General Assembly on Nuclear Disarmament শীর্ষক আরো একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন।

৫১। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অস্ত্র বাণিজ্য বিষয়ক Arms Trade Treaty চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বংসী অস্ত্র সংক্রান্ত Certain Conventional Weapons (CCW) চুক্তির ৫নং প্রটোকলটি অণুসমর্থনের ঘোষনা দেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে Arms Trade Treaty এর স্বাক্ষর করেন, যা বিশ্ব শান্তির প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের নিদর্শন।

৫২। **জাতিসংঘে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কূটনৈতিক উদ্যোগের স্বীকৃতি ঃ** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ-এর ৬৮তম অধিবেশনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী The International Organization for South-South Cooperation এর পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকারের অসামান্য সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "Achievement in Fighting Poverty Award" প্রদান করা হয়। ২০১৫ পরবর্তি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনে এ বছর যে দুইটি উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা হয় তার একটিতে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এমডিজি-২ এবং এমডিজি-৩ অর্জনের অগ্রগামী দেশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের কীনোট বক্তা হিসেবে মনোনীত করা হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সম্মানের বিষয়।

৫৩।জাতিসংঘে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফল কূটনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭ ও ৬৮ তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে যোগদানের পাশাপাশি Asia Co-operation Dialogue (ACD), NAM Committee on Palestine, OIC Ministerial Contact Group on Muslim Minorities, Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG), SAARC, LDC

Group, OIC Ministerial Meeting, LDC Graduation, Commonwealth Foreign Affairs Ministerial Meeting, Trafficking, CTBT-এর প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি মি. ভূক জেরেমিক-এর বিশেষ আমন্ত্রণে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১২ জুন ২০১৩ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'Culture and Development' শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহন করেন। এছাড়া তিনি ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মি. ভূক জেরেমিক-এর আমন্ত্রণে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত Culture of Peace and Non-Violence শীর্ষক রেজল্যুশনটির ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল বক্তব্য রাখেন।

৫৪। **বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত রেজল্যুশন সমূহ ঃ** ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭ তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত "জনগনের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন" মডেলটি একটি নতুন রেজল্যুশন আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এ রেজল্যুশনটি গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে মাননয়ী প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় একজন অগ্রণী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেন । উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ৬৬তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানপ্রসূত "জনগনের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন" মডেলটি উপস্থাপন করেন । এই রেজল্যুশনের আলোকে, ৫-৬ আগস্ট ২০১২ ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিগণ, জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ ৬৩টি দেশের ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত মডেলটিকে বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়ন-এর জন্য কার্যকর একটি ধারণা হিসেবে জাতিসংঘের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। ১২ ডিসেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত Austism and Other Developmental Disorders আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত রেজল্যুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘে গৃহীত হয়।

৫৫। **দ্বিতীয় Universal Periodic Review (UPR) রিপোর্ট ২০১৩ঃ** দ্বিতীয় UPR রিপোর্টে এ ৯৭ টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ১৯৬ টি সুপারিশ সমূহের উপর বিস্তারিত মন্তব্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত UPR যে ২৭টি সুপারিশ পরবর্তী বিবেচনার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং যে ৫টি সুপারিশ বাংলাদেশ গ্রহন করতে অসম্মতি জানায় সেগুলোর বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল ২০১৩ জেনেভায় মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের ২য় UPR রিপোর্ট ২০১৩-এর পর্যালোচনায় অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। অধিকাংশ দেশ মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে বিশেষতঃ আর্থ-সামাজিক অধিকার সুরক্ষায় সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানান। বাংলাদেশের ২য় UPR-এ মোট ৯৭ টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ মন্তব্য করেন ও বিভিন্ন প্রশ্ন ও সুপারিশ উত্থাপন করেন। যার মধ্যে বাংলাদেশ ১৬৪ টি সুপারিশ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহন করে এবং ২৭ টি সুপারিশ আরও বিবেচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর আশ্বাস দেয়। প্রথমবারের UPR-এর মতো এবারও বাংলাদেশ মৃত্যুদন্ড ও Penal Code -এর ৩৭৭ ধারা রহিত করা বিষয়ে মাত্র ৫ টি সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে।

৫৬। **জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও ফোরামের নির্বাচনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণঃ** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)- এর সদস্য পদে ২০১৪-২০১৬ মেয়াদে International Maritime Organization (IMO)-এর কাউন্সিল নির্বাচনে ২০১৪-২০১৫ দ্বি-বার্ষিক মেয়াদে বি-ক্যাটাগরীতে কাউন্সিল সদস্য হিসেবে এবং ২০১৩-২০১৭ মেয়াদে পুনরায় United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ গত দেড় বছরে UN Peace Building Commission, UN HABITAT, Commission on the Status of Women (CSW), Bureau of the Conference of State Parties to the CRPD-এ বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে।

৫৭। **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ঃ** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা এবং শান্তি বির্নিমাণ কাযক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যর ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ একটি পূর্ণাঙ্গ নারী পুলিশবাহিনী প্রেরণের জন্য সমাদৃত হয়। বিগত ২০১২-২০১৩ সালে বাংলাদেশ শীর্ষ সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ পর্যন্ত ৩৮টি দেশে ৫৪ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ থেকে ১, ২৩,৯৭৪ জন শান্তিরক্ষী বিশ্ব শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিণির্মানে অবদান রেখেছে। জানুয়ারী ২০১৩ সাল নাগাদ ৬১৫৪ জন শান্তিরক্ষী মোট ৮ টি মিশনে নিয়োজিত আছেন।

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনঃ এছাড়া, ২০১৩ সালে United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)-টিতে অনুস্বাক্ষর করে ।

৫৮। **জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বাংলাদেশ সফর ঃ** জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্যক্রম সুসংহত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্জনসমূহ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। গত দেড় বছরের উল্লেখযোগ্য সফরকারীদের মধ্যে রয়েছেন:

ক) জাতিসংঘের রাজনীতি বিষয়ক বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল Mr. Oscar Fernandez-Taranco জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে (২০১২ এবং ২০১৩ সালে)

খ) Ms. Sarah Cliffe, UN Assistant Secretary General for Civilian Capacities (নভেম্বর ২০১২)

গ) জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা ও জরুরী ত্রাণ সম্পর্কিত বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল Ms. Valorie Amos (ডিসেম্বর ২০১২)

ঘ) জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল Ms. Ameerah Haq (জানুয়ারি ২০১৩)

ঙ) নারীর প্রতি সহিংসতা এবং তার কার্যকরণ ও ফলাফল বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার Ms. Rashida Manjoo (১৮-২৯ মে ২০১৩)

৫৯। **মিয়ানমার শরণার্থী বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ণঃ** ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার শরণার্থী এবং অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের বিষয়ে প্রণীত জাতীয় কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিতে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয় । কৌশলপত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, মিয়ানমারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করার মাধ্যমে এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান এবং কক্সবাজারের নয়াপাড়া ও কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের বাইরে ও সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা (স্বাস্হ্য সেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন) প্রদানের বিষয়ে সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৬০। **জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিঃ** সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন নিরোধ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশন সমূহ জাতীয় পর্যায়ে প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৯ নভেম্বর ২০১২ এবং ১৮ জুন ২০১৩ তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাস দমন ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশন বিশেষত: রেজল্যুশন ১২৬৭ ও ১৩৭৩ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইটি S.R.O. জারি করা হয়। উক্ত S.R.O - দুটিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আলোকে সন্ত্রাস দমন ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ঃ

৬১। **জলবায়ু কূটনীতিঃ** সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মুখে থাকা দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১২-১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর চেয়ার হিসাবে বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয়টি আইনী বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন প্রণীতব্য চুক্তিতে অন্তর্ভূক্তিকরণের বিষয়ে অন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশসমূহের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণে প্রণীত Climate Vulnerability Monitor (CVM)-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশে বাংলাদেশ নের্তৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে নিউইয়র্কের এশিয়া সোসাইটিতে এই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। এসব উদ্যোগের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচীতে উন্নত দেশসমূহের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬২। **অভিবাসনঃ** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় 'অভিবাসন'-কে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে চলমান বিশ্বজনীন আলোচনায় বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। Colombo Process, Global Forum on Migration and Development (GFMD)-সহ বিভিন্ন অভিবাসনকেন্দ্রিক ফোরামে বাংলাদেশ মুখ্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্বপরিমন্ডলে অভিবাসনের গুরুত্ব উপস্থাপনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্চ ২০১৩-এ ঢাকায় Global Leadership Meeting on Population Dynamics in the Context of Post-2015 Development Agenda'- শীর্ষক একটি বিশ্বজনীন সভার আয়োজন করে, যাতে ৫০টি দেশ ও প্রায় ২০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণে 'ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়। উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অভিবাসন, নগরায়ন ও জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে, বিশ্বব্যাপী আলোচনায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উক্ত 'ঢাকা ঘোষণা' উদ্ধৃত হয়।

৬৩। **বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষমাত্রা প্রণয়নঃ** বিশ্বজনীন Post-2015 Development Agenda সুনির্দিষ্টকরণে জাতিসংঘে Open Working Group (OWG)-G Sustainable Development Goals (SDG) বর্তমানে নিবিড় আলোচনা চলমান। এতে বাংলাদেশের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এমন সব লক্ষ্য/লক্ষ্যমাত্রা/সূচক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। OWG-এর আলোচনায় বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

৬৪। **আইসিপিডি (ICPD)ঃ** International Conference on Population and Development (ICPD)-এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ২০ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উপযুক্ত ভাবে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিফলন করার জন্য বাংলাদেশের জন্য আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক আঞ্চলিক কনফারেন্সে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে তাতে গৃহীত ঘোষণায় বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বিষয় উত্থাপনপূর্বক রিজার্ভেশন প্রদান করে তার অবস্থান তুলে ধরা হয় ।

৬৫। **একেডিএন (AKDN)ঃ** ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এ শিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর সফরকালে আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (AKDN) সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সহযোগিতা প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশ ও AKDN এর সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়।

৬৬। **বিসিআইএম (BCIM)ঃ** ভূকৌশলগত দিক থেকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার-এর সমন্বয়ে BCIM-EC (Economic Corridor) একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। BCIM-EC-র মাধ্যমে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মায়ানমার ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতের পশ্চিমকে সংযোগ পূর্বক পূর্ব-এশিয়া হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আঞ্চলিক উৎপাদন-যোগাযোগ-বিতরণ (production-transportation-distribution) নেটওয়ার্কের এক মূখ্য কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে । ডিসেম্বর ২০১৩-এ BCIM-EC-এর প্রথম যৌথ সভা কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত হয়।

৬৭। **রানা প্লাজা ও জিএসপিঃ** রানা প্লাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় (২৪ এপ্রিল ২০১৩) বিশ্ব গণমাধ্যম তথা আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প ও সার্বিক রপ্তানীমুখী শিল্প/উৎপাদন খাতগুলো নিয়ে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রচারণা দৃশ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। বিশেষ করে, রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তীতে তৈরী পোশাক শিল্পে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বহিঃবিশ্বে সৃষ্ট ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। দেশে শ্রম বান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে `Sustainability Compact' শীর্ষক বাংলাদেশ সরকার, EU ও ILO এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার বাস্তবায়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের অপর দুই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাণিজ্য এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। ২০১৩ সালের মে মাসে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে European Institute for Asian Studies (EIAS) কর্তৃক আয়োজিত "The Current Situation in Bangladesh: Prospects and Challenges" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে বাংলাদেশের প্রাপ্ত জিএসপি সুবিধা বজায় রাখার ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর ভাষণ দেন ও জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। এ সকল বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে ইইউ বাংলাদেশের জন্য জিএসপি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের তৈরী পোশাকশিল্পের কর্ম পরিবেশের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। পরবর্তীতে ২৬-২৭ জুন ২০১৩ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রান্সের নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী লরেন্ত ফ্যাবিয়াস এর আমন্ত্রণে এবং Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD) কর্তৃক আয়োজিত প্রথম Global Responsibility Forum- এ যোগদান উপলক্ষ্যে ফ্রান্স সফর করেন। এসময় তিনি OECD এর মহাসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরেন। সম্মেলনের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী লরেন্ত ফ্যাবিয়াস, বৈদেশিক বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী মিজ নিকোল ব্রিক, বিশ্বে শিয়া মতাদর্শের অধিভুক্ত নেজারে ইসমাইলিজম অনুসারীদের বর্তমান ইমাম এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী করিম আগা খান এর সাথে দেখা করেন। ২২ অক্টোবর ২০১৩-এ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অংশগ্রহণে, ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর মধ্যে "Improvement Working Conditions in Bangladesh RMG Sector" শীর্ষক ২৪.২ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ILO-প্রণীত 'Better Work Programme' বাংলাদেশে উদ্বোধন করা হয়।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমুদ্র বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধি ঃ

৬৮। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য ও খনিজ সম্পদ এ দেশের জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। এ সম্পদ আহরণের জন্য প্রয়োজন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কাজটি বিগত ৪০ বছরেও প্রতিবেশী দেশ দুটির সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে সমুদ্রের সম্পদে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এ সকল সম্পদ আহরণ করে তা জনগণের কল্যানে ব্যবহার করার জন্য এ যাবৎ কোন সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন করাও সম্ভব হয়নি। সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পরপর এ বিষয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় এবং আইনী প্রক্রিয়ায় এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত জানুয়ারী ২০০৯-এ মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বিরোধ নিস্পত্তি হয়েছে গত মার্চ ২০১২ সালে সক্ষম হয়েছি এবং ২০১৪ সাল নাগাদ ভারতের সাথেও বাংলাদেশের অনিস্পন্ন সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হবে। সমুদ্রে দ্বিপাক্ষিক সীমানা নির্ধারণের পর সমুদ্রের সম্পদ আহরণ এবং তার সদ্ব্যবহারের জন্য বেশকিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে। ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের চূড়ান্ত সীমানা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

৬৯। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ-ভারতের সমুদ্রসীমা নির্ধারণঃ স্বাধীনতা লাভের মাত্র ৩ বছর পরে ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে 'টেরিটরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোন্স অ্যাক্ট-১৯৭৪' পাস করা হয়। এ ধরণের উদ্যোগ দক্ষিণগোলার্ধের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিকভাবে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করার ধারণা তখন না থাকলেও বাংলাদেশ তা ঘোষণা করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের উদ্যোগও গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালে জাতিসংঘের 'কনভেনশন অন দ্যা' ল অফ দ্যা সী ১৯৮২' প্রতিস্বাক্ষর করেন, এটি বহুদিন যাবৎ প্রতিস্বাক্ষরের অপেক্ষায় ছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেও ২০০৮ সাল পর্যন্ত দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ ভারতকে প্রেরণ করা হয় এবং ভারতও এই পদক্ষেপে সম্মতি প্রকাশ করে। আশা করা যাচ্ছে, এই মামলার রায় আগামী জুন ২০১৪-তে ঘোষিত হবে, যার মাধ্যমে প্রতিবেশী ভারতের সাথে একটি বহু পুরাতন অমিমাংসিত বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে।

৭০। সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৩-২৪ অক্টোবর ২০১৩ স্থায়ী সালিশী আদালতের সম্মানিত বিচারকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা মামলার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনের আয়োজন করে। বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং বন অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশ ও ভারতের বেস পয়েন্টসমূহ, রায়মঙ্গল ও হাড়িয়ভাঙ্গা নদীর মোহনা, পশ্চিম পাশের চ্যানেল, তালপট্টি দ্বীপের অবস্থান নিশ্চিতকরেনের জন্য তালপট্টি এলাকার পরিদর্শন করানো হয়। আশা করা যায়, এই পরিদর্শন মামলার রায় নির্ধারণের স্বার্থে সুষ্ঠু এবং ন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

৭১। 'জলদস্যুতা প্রবণ' দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের নাম অপসারণঃ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরো (IBM) বিশ্বব্যাপী বানিজ্যিক রুটগুলোতে চলমান জাহাজসমূহকে 'জলদস্যুতা' (Piracy)-ও বিষয়ে সতর্ক করে থাকে এবং 'জলদস্যুতা' দমনের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিগত ২০ বছর যাবৎ সংস্থাটি বাংলাদেশকে 'জলদস্যুতা প্রবণ' (Piracy-prone) এবং আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' (High Risk) এলাকা হিসেবে তাদের ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের জলসীমা ব্যবহারকারী জাহাজগুলোকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশণা প্রদান করে আসছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন-১৯৮২ এবং International Maritime Organization (IMO) কর্তৃক গৃহীত কনভেনশনসমূহে Piracy-র সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক কেবল সমুদ্র উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে উন্মুক্ত তথা High Seas-এ সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকান্ডকেই Piracy বলা হয়।

অথচ বাংলাদেশের জলসীমায় যে সকল তথাকথিত Piracy-র ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে তার সবগুলোই উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। সে হিসেবে বাংলাদেশের জলসীমায় অদ্যাবধি কোন জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেনি। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এ এলাকায় সংঘটিত অপরাধগুলো সশস্ত্র দস্যুতা (Armed Robbery) বা ছিঁচকে চুরির (Petty Theft) পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাহিরে কখনোই কোন জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেনি। এ প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জলসীমায় সংঘটিত অপরাধসমূহের বাস্তবতা উল্লেখ করে IBM - এর সদর দপ্তরে একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করে। এতে তথ্য-প্রমানসহ বিদেশী জাহজগুলোর অতিরঞ্জিত বা কোন কোন ক্ষেত্রে বানোয়াট তথ্য প্রদানের বিষয়টিও IBM-কে অবহিত করা হয়। ফলশ্রুতিস্বরূপ IBM জলদস্যুতা প্রবণ দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নঃ

৭২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক উদ্যোগের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নীতিগত অনুমোদনের আলোকে পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্যাডারের 'ক্যাডার স্ট্রেংথ' বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদের উন্নততর কন্স্যুলার পরিষেবা প্রদানের চলমান প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নততর সেবা প্রদান, বিশেষ করে পাসপোর্ট প্রদান, নবায়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস রুলস'-এর প্রমিত বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের নিজস্ব জমি/ভবনের সংকুলানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা, মন্ত্রণালয়ের Webpage-এর সংস্কার ও সুরক্ষা করা এবং সরকারের গৃহীত 'শুদ্ধাচার কৌশল'-এর আলোকে প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

৭৩। **দূতাবাস নির্মান প্রকল্প ঃ** সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৌদি আরবের রিয়াদে, জাপানের টোকিওতে এবং পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যান্সারী ভবন নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সে সকল স্থানে স্বাগতিক দেশে প্রচলিত বিধি বিধান ও আমাদের দেশের প্রচলিত বিধি বিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে দূতাবাসগুলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া তুরস্কের আঙ্কারাতেও 'বাংলাদেশ চ্যান্সারী ভবন নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখিত সময়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধায় অবস্থিত ফরেন সার্ভিস একাডেমীর মূল ভবনের উত্তর পাশে একটি পৃথক ভবন নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৭৪। **ফরেন সার্ভিস একাডেমী ঃ** উল্লেখিত সময়ে ফরেন সার্ভিস একাডেমীতে ২৮ তম এবং ২৯তম (বিসিএস পররাষ্ট্র বিষয়ক) ব্যাচের ২৪জন কর্মকর্তাকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিদেশস্থ দূতাবাস সমূহে বাণিজ্য ও শ্রম উইং-এ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৭৫। **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ও সুহৃদ সম্মাননা ঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামে বিদেশী বন্ধুদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৭ দফায় ৩৩৮ বিদেশী ব্যক্তি ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

৭৬। **প্রবাসী বাংলাদেশীদের কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা কার্যক্রম ঃ** প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের
সার্বিক কল্যাণ নিশ্চত করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, মৃতদেহ দেশে আনয়ন, ক্ষতিপূরণ আদায়, বাংলাদেশে আটককৃত বিদেশী নাগরিকদের ফেরত পাঠানো, দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের সনদ/প্রত্যয়নপত্র ও দলিলাদি সত্যায়নসহ যাবতীয় কল্যাণমূখী কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হয়। এ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারসহ সর্বোত্তম কর্মপন্থা নিরূপনে ও বাস্ড়বায়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বচেষ্ট ছিল।

৭৭। **বহিঃপ্রচার ও জনকূটনীতি কার্যক্রম ঃ** সরকারের বর্তমান মেয়াদে আন্ড়র্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বহিঃপ্রচার ও জনকূটনীতি আরো জোরদার করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি কার্যক্রমের আওতায় 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে উল্লেখিত সময়ে ১৩-২০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এবং ১৩-২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২২ জন অগ্রগণ্য ও খ্যাতিমান সংবাদ ও মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব বাংলাদেশ সফর করেছেন। প্রেস ও গণমাধ্যম সংশিষ্ট কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়নে বিদেশস্থ দূতাবাসসমূহের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের পক্ষে যারা অনবদ্য অবদান রেখেছেন সেসকল বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা প্রদানের উপর একটা প্রকাশনা বের করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে রক্ষিত চিত্র ও শিল্পকর্মের সমন্বয়ে ''Foreign Office Collection'' (Volume 2) প্রকাশ করা হয়। মাসিক প্রকাশনা '' Foreign Office Briefing Notes''

অব্যহত রাখা হয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি এবং তার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিদেশীদের অবহিত রাখতে সহায়ক প্রকাশনা/সিডি/ডিভিডি/প্রসারধর্মী তথ্যাদি প্রস্তুত/সংগ্রহ করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে/অন্যান্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়মিতভাবে অত্র মন্ত্রণালয়ে Media Briefings আয়োজন করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের প্রেস উইংসমূহকে পুনর্বিন্যাস ও শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

****